392583 - বজ্িঞাপনরে উপর ক্লকি করার মাধ্যমে অর্থ ইনকাম করার হুকুম

প্রশ্ন

ওয়বেসাইটটরি নাম sovrntur.com। এর কাজরে পদ্ধতি নম্নিরূপ: ওয়বেসাইটে

সাবস্ক্রাইব করলে আপনাকে দশটি এড দখেতে দওেয়া হবে। প্রত্যকে এড থকেে সামান্য পরমিাণ অর্থ আপনি উপার্জন করবনে। এডগুলোর মূল্য দশ লরিা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। দ্বতিীয় দনিে আপনাকে আরো দশটি এড দখেতে দয়ো হবে। এর থকেে আরো দশ লরিার মতো লাভ করবনে। মোট উপার্জন হবে বশি লরিা। আমরা আমাদরে ব্যাংক একাউন্টরে ববিরণ সংযুক্ত করব। মোট ব্যালন্সে থকেে আমরা ৯২% উত্তোলন করতে পারব। একই দনিে ঐ অর্থ অ্যাকাউন্টে চলে আসে। আর অন্যান্য দনিগুলোতে অ্যাকাউন্টে কছিু অর্থ জমা রাখা ছাড়া এড ওপনে করা যাবে না। যমেন: আমরা দুইশ লরিা জমা রাখলে প্রতদিনি আমরা দশটি করে এড খুলতে পারব, দশ লরিার বনিমিয়ে হবে। এডরে প্রদত্ত মূল্য অনুসারে এর থকেে কছিু কম-বশেি হতে পারে। আমরা ছয়শ লরিা জমা রাখলে আমাদরে জন্য ত্রশি লরিার বনিমিয়ে দশটি এড খোলা সম্ভব। এর থকেে একটু কম-বশেি হতে পারে। এভাবে চলতে থাকবে। এডগুলো আমাদরে প্রদত্ত অর্থরে পরমিাণ অনুসারে বভিন্নি রকম হবে। অবশ্য একাউন্টে অর্থ জমা রাখার দুই মাস পরে সটো উত্তোলন করা যাবে। আর যদেনি আমরা এডগুলোতে ক্লকি করব সদেনি লাভ করা যাবে। যদেনি এড ওপনে করব না সদেনি আমাদরে কোনো লাভ নইে। সুতরাং লাভ হবে ওয়বেসাইটে কাজ করার উপর ভত্তিি করে। নতুবা হবে না। ওয়বেসাইটরে ভতের কাজরে ধরন এটি। এর হুকুম কী? উল্লখ্যে, আমি অর্থ জমা রখেছে। আমি প্রতদিনি কছিু অর্থ পাই; যা আমার দনৈন্দনি খরচরে চয়েে যৎসামান্য পরমিাণ অর্থ । আশা করি আপনি এই ওয়বেসাইটরে হুকুম এবং এতে টাকা জমা করার হুকুম বর্ণনা করবনে। আর যদি হারাম হয়ে থাকে তাহলে করণীয় কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

বজ্িঞাপনে ক্লকি করার মাধ্যমে লাভ করা জায়যে। তবে দুই শর্তে:

প্রথম শর্ত: বজ্িঞাপনগুলো বধৈ হওয়া। কারণ বজ্িঞাপনে ক্লকি করা, এর দর্শক বশেি হওয়া বজ্িঞাপনটরি প্রচার ও সমর্থন হসিবেে গণ্য করা হয়। খারাপ জনিসিরে প্রচারণা করা ও বজ্িঞাপন প্রদান করা জায়যে নইে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলনে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”[সূরা মায়েদা: ২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করবে, সে তার অনুসরণ কারীদের সমপরিমাণ পাপের অধিকারী হবে, অথচ তাদের (অনুসরণ কারীদের) পাপের অংশ থেকে কোন কিছু কম করা হবে না।”[হাদীসটি মুসলিম (৪৮৩১) বর্ণনা করেন]

সুতরাং পর্ণগ্রাফির ওয়েবসাইট, মদ বিক্রির ওয়েবসাইট, সুদী ব্যাংকের ওয়েবসাইট, জুয়ার ওয়েবসাইট, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর করাসহ অন্যান্য যে সকল ওয়েবসাইট হারামের প্রচার-প্রসার করে সেগুলোর এডগুলোতে ক্লিক করা জায়েয নেই।

দ্বিতীয় শর্ত: মজুরি বা প্রাপ্য জানা থাকতে হবে। যেমন: একটি এড দেখা বা তাতে ক্লিক করার বিনিময় এই পরিমাণ অর্থ। যদি পারিশ্রমিকের পরিমাণ অজানা হয় তাহলে চুক্তি সঠিক হবে না।

দুই:

ওয়েবসাইটে অর্থ জমা রাখা জায়েয নেই। কারণ শর্তটিতে জমাকৃত এ অর্থ আপনি ওয়েবসাইটকে ঋণ দিচ্ছেন। ঋণ হলো কারো থেকে অর্থ নিয়ে উপকৃত হওয়া এবং তাকে ফেরত দেওয়ার দায় বহন করা। আর ক্রয়বিক্রয়, ভাড়া অথবা মজুরির মতো বিনিময় চুক্তিতে ঋণের শর্ত করা জায়েয নেই।

তিরমিযী (১২৩৪), আবু দাউদ (৩৫০৪) ও নাসাঈ (৪৬১১) বর্ণনা করেছেন: আমর ইবন শুয়াইব থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেন: “ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় একত্রে হালাল নয়।”[হাদীসটি তিরমিযী ও আলবানী বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেন]

এ ক্ষেত্রে অন্য সকল বিনিময় চুক্তি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

মার্জিনের ব্যাপারে ইসলামী ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্তে এসেছে: “দুই: কাস্টমারকে যদি শর্ত দেওয়া হয় যে ব্যবসা একজন দালালের মাধ্যমেই হতে হবে তাহলে এতে ঋণ ও দালালি চুক্তি উভয়টি একত্রিত হয়ে পড়ে। আর এটি ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় চুক্তি উভয়টি একত্রিত হওয়ার অর্থবোধক, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় একত্রে হালাল নয়।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩/৩৮৪) ও তিরমিযী (৩/৫২৬) বর্ণনা করেন। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ] এতে করে সে ঋণ থেকে উপকৃত হলো। আর ফকীহরা সবাই একমত যে, কোনো ঋণ যদি লাভ নিয়ে আসে তাহলে সেটি হারাম সুদ।”[সমাপ্ত]

সারকথা হলো, অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন তা এ ওয়েবসাইটে রাখা জায়েয নেই।

আপনার উচিত তাওবা করে আপনার অর্থ উত্তোলন করে ফেলো।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।